গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ।
২১/এ, ক্ষিতিশ রায় রোড, কাঁচিঝুলি (জেল রোড), ময়মনসিংহ।
dncmymensinghdivision@gmail.com

ময়মনসিংহ বিভাগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদারকরণে আয়োজিত গণশুনানির কার্যবিবরণী

সভাপতি	: মো: জাফরুল্ল্যাহ কাজল, বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ
সভার তারিখ ও সময়	: ২৪/০৯/২০২৫; সকাল ১১:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	: ট্রিপল ট্রি (কনফারেন্স হল), গার্ডেন সিটি নতুন বাজার, ময়মনসিংহ
সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	: পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি জনাব এ, এফ, এম, এহতেশামূল হক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এবং বিশেষ অতিথি জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে শত ব্যস্ততার মধ্যেও গণশুনানী কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করতে ময়মনসিংহ আসার জন্য ধন্যবাদ জানান।

২। সভাপতির সূচনা বক্তব্য: তিনি বলেন, প্রত্যেকটা সেক্টরে জবাবদিহিতা আছে। আমাদের অধিদপ্তরে সিপাইদের যেমন পরিদর্শকের নিকট জবাবদিহিতা রয়েছে, তেমন পরিদর্শকেরও জেলা কর্মকর্তার নিকট, জেলা কর্মকর্তার বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট জবাবদিহিতা রয়েছে। বিভাগীয় কর্মকর্তার প্রধান কার্যালয়ের নিকট এবং প্রধান কার্যালয়ের মন্ত্রণালয়ের নিকট জবাবদিহিতা রয়েছে। মাদক নিয়ন্ত্রণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনকে যুগোপযোগী করে অনেক নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে। ২৫ গ্রাম হেরোইন অথবা ৪০০০ পিস ইয়াবা সংরক্ষণ করলে শাস্তি মৃত্যুদন্ড। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৯টা-৫টা অফিস করে না, শুক্রবার শনিবারও কাজ করে। অধিদপ্তর সাধারণত তিন ভাবে কাজ করে তা হলো- (১) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction) (২) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction) এবং (৩) ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)। চাহিদা হ্রাসের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করি। আজকের গণশুনানীর উদ্দেশ্য হলো আমাদের জবাবদিহিতা। আপনাদের অভিযোগ, পরামর্শ, আলোচনা, সমালোচনা পরবর্তী সময়ে আমাদের মাদক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আপনাদের থেকে অভিযোগ আসুক। আমরা তার প্রেক্ষিতে আমাদেরকে সংশোধন করতে পারবো।

৩। বিশেষ অতিথির আলোচনা: বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা) বলেন, সমাজের সকল অনিষ্টের মূল হলো মাদক। মাদক মানে ঘাতক। এই সমস্যার উত্তরণ জরুরি। এককভাবে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে আজকের এই গণশুনানির আয়োজন করা হয়েছে। ইমাম সাহেবদের বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনায় মাদকের কুফল সম্পর্কে বলতে হবে। যারা মিডিয়ায় আছেন তারা মাদকের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারেন। তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন, আজ আমরা আপনাদের দোড়গোড়ায় চলে এসেছি। আপনাদের সমস্যা, পরামর্শ সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে শ্রবণ করে লিপিবদ্ধ করা হবে এবং সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

৪। প্রধান অতিথির আলোচনা: প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব এ, এফ, এম এহতেশামূল হক বলেন, সন্তান তার মা-বাবার Parenting তার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে। সন্তানের সাথে মা-বাবার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তাদের নার্সিং করতে হবে। আমাদের নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করতে হবে। আমরা যদি দায়িত্ব পালন না করি তবে নতুন প্রজন্ম মাদকের নেশায় ধ্বংস হয়ে যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি পাঠের পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের মাদকের বিরুদ্ধে কাউন্সেলিং কে যুক্ত করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী দোকানগুলোতে যেন সিগারেট বিক্রয় না হয় সেজন্য দোকান মালিকদের বলতে হবে। তারা কথা না শুনলে প্রশাসনের সহযোগিতা নিতে হবে। দেশ গড়তে আমাদের প্রত্যেককে যার যার জায়গা থেকে দায়িত্ব পালন

করতে হবে। আমরা সবাই সচেতন হলে ময়মনসিংহকে মাদকমুক্ত করতে না পারলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। নতুন প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য আবাসস্থল তৈরি করতে পারবো।

৫। অত:পর সভাপতি উপস্থিত অংশীজনকে স্ব স্ব পরিচয় ব্যক্ত করে খোলামেলা ভাবে মতামত, কোন অভিযোগ থাকলে তা উপস্থাপন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানালে নিম্নরূপ আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়;

ক্রম	অংশীজনের (Stakeholder) অভিমত	মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্মকর্তাগণের জবাব
(১)	জনাব ইমামুল হক, সহকারী ব্যবস্থাপক, রেনেটা পিএলসি, ভালুকা জানান, ঔষধ এর কাঁচামাল আমাদানির ক্ষেত্রে এবং লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেক বেশি সময় লাগে। ফাইল নিচ থেকে মহাপরিচালক মহোদয় পর্যন্ত উঠে এবং মহাপরিচালক থেকে নিচে নামতে অনেক সময় লাগে। এছাড়া অনলাইনে আবেদন করলে হার্ডকপি কেন প্রয়োজন হয় তা বোধগম্য নয়।	পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ জানান, সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী প্রত্যেকটা কাজের সময় নির্ধারণ করা আছে। সে মোতাবেক কার্যসম্পাদন হয়ে থাকে। ফাইল উঠা নামা বিষয়টি নিয়মমাফিক। কিছু ফাইলে বিভিন্ন কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হয়, যেগুলো অনলাইনে আপলোড করলে ধীর গতিতে কাজ হয়। দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার জন্য এবং স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর ব্যাকআপ রাখার জন্য কতিপয় নথির হার্ডকপি প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশ পুরোপুরি পেপারলেস অফিস হয়ে উঠেনি। ভবিষ্যতে আমরা সেদিকে যাচ্ছি। পুরোপুরি অনলাইন হলে তখন হার্ডকপি লাগবে না।
(২)	জনাব মোঃ নুর মিসৌরী সরকার, ডেপুটি ম্যানেজার, বিকন ফার্মা পিএলসি, বলেন, লাইসেন্স এর আবেদন করলে তা পেতে অনেক সময় লেগে যায়। এটাকে কিভাবে সহজীকরণ ও কম সময়ের মধ্যে করা যায়?	পরিচালক (প্রশাসন) জানান, সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী প্রত্যেকটা কাজের সময় নির্ধারণ করা আছে। এই সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিধি অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রয়োজন হয়। এজন্য কিছুটা সময় লাগলেও তা দ্রুত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।
(৩)	জনাব আশরাফুল ইসলাম মকবুল, এমডি, হযরত শাহজালাল হাসপাতাল জামালপুর বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করেছে। লাইসেন্স করতে সময় লাগে, অনেক সময় ভোগান্তিতে পড়তে হয়। এটাকে সহজ করা দরকার। তিনি আরও বলেন স্কুলের মেয়েরাও এখন মাদক সেবন করে। একটি পরিবারের মধ্যে একজন মাদকাসক্ত থাকলে ঐ পরিবার খুব কষ্ট ভোগ করে।	জবাবে অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, ক্লিনিক লাইসেন্স নিতে গেলে নারকোটিকস এর লাইসেন্স প্রয়োজন। আবার মাদকদ্রব্য ব্যবহারের লাইসেন্স দেওয়ার সময় ক্লিনিক লাইসেন্স বাধ্যতামূলক। বিষয়টি মুরগি আগে না ডিম আগে এর মত। তিনি জানান, হাসপাতাল/ক্লিনিক মালিকগণ মাদকদ্রব্য ব্যবহারের পারমিটের জন্য আবেদন করে রিসিভ কপিসহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে/সিভিল সার্জন বরাবর জমা দিলে সাধারণত তারা হাসপাতাল/ক্লিনিক লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। তিনি আরও জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইসেন্স নবায়ন না থাকলে, সিভিল সার্জনের লিখিত সন্তোষজনক মতামতের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের পারমিট দেয়া হয়ে থাকে। স্কুল কলেজের মেয়েদের মাদক সেবনের বিষয়ে অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, পুরুষের পাশাপাশি বর্তমানে মেয়েরাও দিন দিন মাদকের দিকে ঝুকছে। সেজন্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে স্কুল, কলেজে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে, সভা, সেমিনার এবং মাদক বিরোধী বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী (স্কেল, জ্যামিতি বক্স, কলম লিফলেট) বিতরন করা হচ্ছে। পরিবারকে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে। তার সন্তান কোথায় থাকে, কে তার বন্ধু, সময়মত স্কুল, কলেজ থেকে বাড়ী ফিরছে কিনা। কিংবা তার স্বাভাবিক জীবনের কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কিনা। তা খেয়াল রাখতে হবে।

(৪)	জনাব মো: রুকনুদ্দিন, শিক্ষক, জিলা স্কুল বলেন, স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের বিষয়ে কোন মাদকবিরোধী কর্মসূচি নেওয়া যায় কি না? অভিভাবকদের মাদকবিরোধী কাজে সম্পৃক্ত করা যায় কি না? যারা মাদক বিক্রি করে তাদের ব্যাপারে আইন প্রয়োগে আরও কঠোর হওয়া যায় কি না?	অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে মাদকবিষয়ে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্তি পরিচালক আরও জানান, গত মাসে জিলা স্কুল ময়মনসিংহে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়কে নিয়ে মাদকের বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করা হয়েছে। পরবর্তীতে অভিভাবকদের নিয়েও এ ধরনের প্রোগ্রাম করা হবে। যুগ্ম সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেন, মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমরা কাউকেই ছাড় দিচ্ছি না।
(৫)	জনাব মাহবুব আলম, নির্বাহী পরিচালক, স্বপ্ননীড় মাদকাশক্তি নিরাময় কন্দ্র, নেত্রকোনা জানান, চিকিৎসার জন্য রোগীদের ধরে নিয়ে আসতে হয়। তাদের আনতে গিয়ে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাদেরকে নিরাময় কেন্দ্র আনার ক্ষেত্রে অফিসের কোন হেল্প করার সুযোগ আছে কিনা? চিকিৎসার নীতিমালা করা যায় কিনা? কেন্দ্রে অবস্থানরত রোগীর সময় সীমা আছে কিনা?	অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, নিরাময় কেন্দ্রে রোগী আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে অধিদপ্তর থেকে একটি চিকিৎসা গাইড লাইন প্রস্তুত করে প্রতিটি নিরাময় কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়েছে। সাধারণত ৬ মাসের বেশি রোগী না রাখা ভালো। নিরাময় কেন্দ্রে রোগী আনা নেওয়ার বিষয়ের কোতায়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জনাব শিবিরুল ইসলাম বলেন, এটা একটি সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান তবে কোন গার্ডিয়ান অভিযোগ করলে সে মাদকাসক্ত কিনা? সে কোন স্টেজ এ আছে এটি সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জ এবং বিট অফিসার দ্বারা যাচাই করা দরকার । অনেক ক্ষেত্রে জায়গা সম্পত্তি নিয়ে ভাগ বাটোয়ারার সমস্যার কারণে জোরপূর্বক নিরাময় কেন্দ্রে আটকে রাখা হয়। আগে পাবনা নিয়ে রাখা হতো এখন নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে। রোগী আনার ক্ষেত্রে অবশ্যই থানাকে অবহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে থানা সার্বিক সহযোগিতা করবে।
(৬)	মুফতি মো: সাদিকুর রহমান, ইমাম কাঁচিঝুলি জামে মসজিদ বলেন, প্রতি শুক্রবার খুৎবায় মাদক ও সমাজের অন্যায় কাজ সম্পর্কে আলোচনা করি কিন্তু অল্প সংখ্যক লোকজন আসে অথচ যারা মাদকাসক্ত তারা আসে না। প্রতিষ্ঠানে কওমী শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া দরকার। মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকাসক্তদের ধরে নিয়ে সাধারণত জেল খানায় ও নিরাময় কেন্দ্রে রাখা হয়, সেখানে একজন ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি যদি প্রতিদিন আখেরাতের ও জাহান্নামের ভয় সংক্রান্ত বয়ান প্রদান করে সেক্ষেত্রে সুফল আসবে।	জবাবে যুগ্মসচিব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানান, প্রতিটি মসজিদে প্রতি শুক্রবার যদি মাদক নিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ আলোকে বয়ান করা যায় তবে সেক্ষেত্রে সচেতনবোধ সৃষ্টি হবে। এ ধারা অব্যহত রাখতে হবে। তিনি আরও জানান প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া আছে। নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ধর্মীয় বয়ান সম্পর্কে অতিরিক্ত পরিচালক, ময়মনসিংহ বলেন, প্রায় প্রতিটি নিরাময় কেন্দ্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ানো হয় ও ইমাম রেখে ধর্মীয় আলোচনা ও কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়। এই ধারা আরও জোরদার করার জন্য নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।
(৭)	চ্যানেল ২৪ এর ময়মনসিংহ বিভাগের ব্যুরো প্রধান জনাব সুলতান মাহমুদ কনিক বলেন, বিভিন্ন অভিযানে বিপুল পরিমান মাদকসহ মাদক কেরিয়ারকে ধরা হচ্ছে কিন্তু মাদকে অর্থলগ্নকারীগণ ধরা ছোঁয়ার বাহিরে থেকে যাচ্ছে। তাদের আইনের আওতায় আনার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে? যুব সমাজ ভবিষ্যতে কোন মাদকে আক্রান্ত হতে পারে বা ভবিষ্যতে কি কি মাদক দ্বারা দেশ আক্রান্ত হতে পারে সে বিষয়ে কোন গবেষণা অধিদপ্তরের আছে কিনা? তা জানতে চান।	যুগ্ম সচিব মহোদয় বলেন, নিয়ন্ত্রণ দুই ধাপে হয়। যারা এডিক্টেড হয়ে গেছে তাদের বিষয়টি একরকম, আর যারা এখনো হয়নি তাদের জন্য অন্য রকম। এই ব্যাপারে আমাদের সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে। পরিচালক (প্রশাসন) বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের দর্পন। আপনারা সঠিক তথ্য তুলে ধরবেন। আপনারা তথ্য দেন। সরকারের পক্ষে একক ভাবে এ সমস্যা মোকাবেলা করা কঠিন। যারা মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত তারা আমাদের সমাজের মধ্যে রয়েছে। সমাজকে রক্ষা করতে

		হলে আমাদেরকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে হবে। গবেষণার বিষয়ে তিনি বলেন, প্রতিবছর অধিদপ্তর থেকে গবেষণা করা হয়, এ বছরও গবেষণার বিষয়ে নীতিমালা হয়েছে। মাদকে অর্থলগ্নকারীদের বিষয়ে অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৪০ ধারায় মাদক অপরাধ সংগঠনে অর্থ যোগানদাতা, পৃষ্টপোষকতা এবং মাদকাসক্তদের বিষয়ে কঠিন দন্ডের বিধান রয়েছে, সে লক্ষ্যে অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে, ইতোমধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক মামলায় মাদকের পৃষ্টপোষকদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এ ধারা ভবিষ্যতে আরও জোরদার করা হবে।
(৮)	স্থানীয় দৈনিক আলোকিত ময়মনসিংহ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক জনাব আবুল হোসেন পাশা বলেন, আমাদের তথ্যের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও পুলিশ বিভিন্ন মাদক স্পটে অভিযান পরিচালনা করছে এবং মাদক উদ্ধার করছে। তিনি আরও বলেন, মাদক প্রবন বস্তি এলাকায় অভিযানের পাশাপাশি অভিভাবকদের সচেতন করার লক্ষ্যে মাদকবিরোধী সচেতনমূলক সভা করা যায় কিনা?	এ বিষয়ে অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, অভিযানের পাশাপাশি আমরা নিয়মিত মাদক বিরোধী গণ সচেতনমূলক আলোচনা সভা, পথ সভা, উঠান বৈঠক করে যাচ্ছি। পাশাপাশি যখনই কোন মাদক স্পটে অভিযান পরিচালনা করা হয় তখনই উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে মাদক বিরোধী বক্তব্য প্রদান করা হয়। তিনি আরও বলেন সাংবাদিকবৃন্দ সমাজের আয়না, আপনারা যত বেশী তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করবেন, মাদক নিয়ন্ত্রণ আমাদের জন্য ততই সহজ হবে।
(৯)	জনাব আকলেছুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক রিলেশন মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র জামালপুর বলেন, মাদক মামলার আসামী এবং অন্য মামলা আসামীদেরকে জেলখানায় একত্রে রাখা হয়, তাদেরকে পৃথক পৃথক ওয়ার্ডে রাখা যায় কিনা? ইদানিং অষ্টম ও নবম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের মাদকাসক্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে এ বিষয়ে অধিদপ্তরের পদক্ষেপ কি?	এ বিষয়ে অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, অধিকাংশ জেল খানায় মাদকের মামলায় আসামীর সংখ্যাই বেশী। কোন কোন জেলখানায় তাদের আলাদা রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। জেলখানায় জেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আমরা মাদক মামলায় বন্দিদের নিয়ে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করি এবং মাদকবিরোধী এবং শর্ট ফিল্ম প্রচার করি। প্রতিটি স্কুলে মাদক বিরোধী কমিটি রয়েছে তারা স্বউদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকের ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করে, আমরাও তাদের সহযোগিতা নিয়ে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা,সেমিনার ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করি।
(১০)	পরিচালক চেম্বার অব কমার্স নেত্রকোণা জনাব মো: দিদারুল আলম বলেন, হাসপাতাল লাইসেন্স ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারের লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে আরও সহজীকরণ করা যায় কিনা? প্রয়োজনে তিনি এ বিষয়ে জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় সিভিল সার্জনের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন।	এ বিষয়ে অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, অধিদপ্তর ইতোমধ্যে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের পারমিট প্রদানের বিষয়ে জেলা সিভিল সার্জনের সন্তোজনক প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।
(১১)	জনাব তাপসী চক্রবর্তী, প্রভাষক, আনন্দ মোহন কলেজ বলেন, শুধুমাত্র আইন দ্বারা মাদক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, ছাত্র-ছাত্রীরা পিতা-মাতার চেয়ে শিক্ষকদের কথা বেশী মান্য করে। তাই শিক্ষকদের মাধ্যমে মাদকবিরোধী কার্যক্রম আরও জোরদারকরন করা যায় কিনা?	এ বিষয়ে অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, শিক্ষকগণ সহজে যেন মাদকের বিষয়ে ক্লাসে বক্তব্য রাখতে পারেন সেজন্য শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ''মেন্টর'' তৈরি করা হচ্ছে। তাছাড়া ১০ টি মাদকের কুফল সংক্রান্ত কন্টেন্ট তৈরি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হচ্ছে, যাতে শিক্ষকরা সহজেই ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সম্পর্কের ক্ষতির বিষয়ে বক্তব্য রাখতে পারেন।

(১২)	জনাব লামিয়া চৌধুরী, রাভিটা বাংলাদেশ (এনজিও প্রতিনিধি) বলেন, হালুয়াঘাট উপজেলায় বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় উপজাতিরা চোলাই মদ তৈরি করে বিক্রি করছে। এতে যুব সমাজ বিপথে যাচ্ছে এ বিষয়ে অধিদপ্তরের কোন পদক্ষেপ আছে কি?	বিশেষ অতিথি পরিচালক (প্রশাসন) বলেন, তারা কি লাইসেন্স প্রাপ্ত? যদি লাইসেন্সধারী না হয় তাহলে এ্যাকশন নেওয়া হবে। পরিচালক প্রশাসন মহোদয়ের জবাবের সূত্র ধরে অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, উপজাতিরা সীমিত পরিসরে মদ উৎপাদন করে নিজেরা পান করতে পারেন, কোন অবস্থায় বাহিরে বিক্রয়ের সুযোগ নেই। তথ্যটি যাচাই করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
(১৩)	জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু , সাবেক আহ্বায়ক, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন বলেন, ময়মনসিংহে একমাত্র আমাদের খেলার মাঠ সার্কিট হাউজ মাঠ। এর একটি অংশ ক্লাব পাড়া দখল করে রেখেছে। আমাদের ময়মনসিংহ শিক্ষা নগরী। এই শিক্ষা নগরীতে খেলার মাঠ মাত্র একটি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠগুলো খেলার উপযোগী নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরে একবার খেলা হয়। এটা মাস ভিত্তিক চালু করা যায় কি না?	এই প্রসঙ্গে প্রধান অতিথি (যুগ্ম সচিব) বলেন, যুব সমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই, তাই খেলার মাঠসমূহকে খেলার উপযোগী করে প্রস্তুত করতে হবে। খেলার মাঠ সমূহ যাতে খেলার উপযোগী করা যায় সে বিষয়ে জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ এর সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
(১৪)	জনাব মো: চাঁন মিয়া, প্রধান শিক্ষক, প্রিমিয়ার আইডিয়াল স্কুল বলেন, অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের অধিক ভালবাসে তারা কখন কোথায় যায়, কার সাথে মিশে সে বিষয়ে খবর রাখেন না। এ বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন করতে কোন উদ্যোগ নেয়া যায় কি?	অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, ইতোমধ্যে আমরা ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকগণ নিয়ে মাদকবিরোধী সচেতনমূলক সভা সেমিনার করছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যখনই অভিভাবক সমাবেশ করবে আমরা তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করবো।
(১৫)	**জনাব আব্দুস সালাম, প্রধান শিক্ষক, জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ বলেন, ছাত্রছাত্রীদের মাদকমুক্ত রাখতে তার বিদ্যালয়ে দুই শিফটে খেলাধুলার ব্যবস্থা করেছেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এটি অনুসরণ করা হলে ছাত্র-ছাত্রীদের মাদক থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে। তাছাড়া সিলেবাসে মাদক বিরোধী বিষয় আওতাভুক্ত করা যায় কিনা?**	এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য প্রধান অতিথি জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, সেই সাথে তিনি বলেন, আপনি কি একা করছেন নাকি সবাইকে সাথে নিয়ে করছেন? তিনি সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, ইতোমধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে মাদকবিরোধী কন্টেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
(১৬)	জনাব ওয়ালিউল্লাহ, সাবেক আহ্বায়ক, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ময়মনসিংহ মহানগর বলেন, সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচার প্রতিরোধ কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে? সেই সাথে মাদকের আসামীরা সহজে যেন জামিন না পায় সে বিষয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা জানতে চান।	সীমান্ত এলাকায় নজরদারীর বিষয়ে বিজিবি কাজ করছে মর্মে অতিরিক্ত পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। একই সাথে তিনি আরও বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামীরা যেন সহজে জামিন না পায় সেজন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৫৬ ধারা প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং আটককৃত আসামীদের পিসি পি আর চার্জসিটে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

৬। **দীর্ঘ সময় গণশুনানী অন্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:**

i) গণশুনানীর আয়োজন অব্যহত রাখতে হবে।

ii) যেসব অভিযোগ জেলা/বিভাগ পর্যায়ে সমাধান করা যায় তা স্থানীয়ভাবেই করতে হবে। যেসব অভিযোগের নিষ্পত্তি স্থানীয়ভাবে সম্ভব নয় তা প্রধান কার্যালয় বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

iii) মাদক সংক্রান্ত অপরাধীদের কোন তথ্য কেউ সরবরাহ করলে তা গোপন রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

iv) মাদক বিরোধী গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এনজিওসমূহকে একত্রিত করে কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

v) শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণে খেলার মাঠগুলো খেলার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য এবং মাঠের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

vi) সীমান্ত পথে যেন মাদক দেশের অভ্যন্তরে ঢুকতে না পারে সে জন্য সীমান্তে নজরদারী বৃদ্ধি জোরদার করতে হবে।

vii) নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে প্রতিটি রোগীর ডোপটেস্ট করতে হবে এবং রিপোর্ট রোগীদের ব্যক্তিগত ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭। **উক্ত গণশুনানিতে নিম্নরুপ সুপারিশ করা হয়:**

i) মাদকের কুফল হতে সমাজ কে রক্ষার জন্য বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত যানবাহন, জনবল, আর্থিক বরাদ্দ ও লজস্টিক সাপোর্টের ব্যবস্থা করা;

ii) পরিবার ও সমাজভিত্তিক মাদকবিরোধী কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা;

iii) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাদকবিরোধী কমিটি কে সক্রিয় করা, যাতে এই কমিটি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাদকের ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। এবং ধর্মীয় শিক্ষকগণের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকবিরোধী জোরদার করা;

iv) মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে কুরআন হাদীসের আলোকে মাদকবিরোধী প্রচারণার জোরদার করা;

v) যুব সমাজ ভবিষ্যতে কোন কোন মাদকে আক্রান্ত হতে পারে বা ভবিষ্যতে কি কি মাদক দ্বারা দেশ আক্রান্ত হতে পারে যে বিষয়ে গবেষণা করা;

৮। অত:পর গণশুনানীতে উপস্থিত সকল অংশীজনের কথা ও সুপারিশমালা শ্রবণ, সংরক্ষণ অন্তে (stakeholder), প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি মহোদয় কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩০/০৯/২০২৫

মো: জাফরুল্যাহ কাজল
অতিরিক্ত পরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ

স্মারক নং-- ৫৮.০২.৪৫০০.০৬০.০৫.০২৭.১৯(অংশ-০৪)-৪১৩

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪৩২ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

৩। পরিচালক (প্রশাসন/অপারেশনস্/চিকিৎসা ও পুনর্বাসন/নিরোধ শিক্ষা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

৪। অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

৫। উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ/নেত্রকোণা/জামালপুর/শেরপুর

৬। অফিস কপি/মাস্টার কপি